দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 13 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

খুলতে শুরু করছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল

বিভাষ বাড়ৈ ॥ নিরাপত্তার অজুহাতে 'অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ' রাখায় বিভিন্ন মহলের সমালোচনার মুখে অবশেষে খুলছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। ইতোমধ্যেই খুলেছে অধিকাংশ ছোট স্কুল। খুলেছে বেশ কয়েকটি বড় ও নামী প্রতিষ্ঠানও। তবে আগামী ১৬ আগস্ট থেকে শিক্ষার্থীদের অরিয়েন্টেশনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ প্রায় দেড় মাস পর খুলবে স্কলাসটিকা, সানবিম ও গ্রীন হেরাল্ডসহ সব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। স্কলাসটিকা

১৬ আগস্ট থেকে খুলবে স্কলাসটিকা, সানবিম গ্রীন হেরাল্ডসহ অন্যগুলো

খুলেছে বলে সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি

(২ পৃষ্ঠা ৬ কঃ দেখুন)

খুলতে শুরু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক-কর্মকর্তারা। এদিকে শীঘ্রই ব্রিটিশ কাউন্সিল খুলবে বলে ব্রিটিশ হাইকমিশনার এ্যালিসন ব্লেক গত সপ্তাহে বললেও এখন পর্যন্ত খোলার বিষয়ে দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি নেই। জুনের প্রথমদিক থেকেই গ্রীষ্মকালীন ও ঈদের ছুটি শুরু হয়েছিল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে। ছুটি শেষে গত মাসের মাঝামাঝি থেকে একে একে খোলার কথা ছিল। কিন্তু ১ জুলাই গুলশানের হলি আর্টিজানে জঙ্গী হামলার ঘটনায় দৃশ্যপট বদলে যায়। নিহত জঙ্গীদের মধ্যে তিনজনই পড়েছে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে। এর মধ্যে দুজন স্কলাসটিকা স্কুলের ছাত্র ছিল। তারা হচ্ছে- রোহান ইমতিয়াজ ও মীর সামিহ মোবাশ্বের। এছাড়া নিবরাস ইসলাম নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটিতে পড়ার আগে রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল টার্কিশ হোপ স্কুলে পড়ালেখা করেছে। সূত্র জানায়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে বিদেশি শিক্ষক-শিক্ষার্থী থাকায় এবং স্কলাসটিকা স্কুলের শিক্ষার্থীর জঙ্গীবাদে সম্পৃক্ততা থাকার প্রমাণ মেলায় ছুটি শেষে ক্লাস শুরু করতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে নামীদামী স্কুলগুলো। একে একে স্কুল খোলার সময় পেছাতে থাকে। সারাদেশের হাজার হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চললেও ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কর্তৃপক্ষ কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য ও তারিখ না জানিয়েই অভিভাবকদের কেবল বন্ধের খবর জানিয়ে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে আবার নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশে কার্যক্রম সাময়িক স্থগিত করার ঘোষণা দিলে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কর্তৃপক্ষ আরও বেঁকে বসে। তবে এ বিষয়ে গণমাধ্যমে একের পর এক প্রতিবেদন আসার প্রেক্ষাপটে দুই-তিন দফা সময় পিছিয়ে অবশেষে গত সপ্তাহের শেষে কয়েকটি স্কুলে ক্লাস শুরু হয়েছে। কয়েকটি প্রতিষ্ঠান খোলার সুনির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করেছে। এছাড়া এ মাসেই খোলা হবে বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোও।

বাংলাদেশ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ও কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিএম নিজাম উদ্দিন প্রতিষ্ঠানগুলো খোলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জনকণ্ঠকে বলেন, আপনাদের লেখালেখির কারণে অধিকাংশ স্কুলই খুলেছে। শিক্ষার্থী একটু কম হলেও অনেকেই খুলে ফেলেছে। বাকি অনেকে ১৬ তারিখ খুলবে। আর যেসব স্কুল বাকি থাকবে তারাও চলতি মাসের মধ্যেই পুরোপুরিভাবে তাদের কার্যক্রম শুরু করবে। তিনি জানান, আতঙ্কের কারণে কিছু স্কুল খুলতে দেরি হয়েছে। জঙ্গী হামলার পর একটা আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। এজন্য অনেক স্কুলই একটু দেরি করে খুলছে। অনেকেই দেশের পরিস্থিতি অবজার্ভ করছে। কেউ কেউ নিরাপত্তার জন্য গেট তৈরি করছে, কেউ অন্যভাবে সিকিউরিটি বাড়িয়েছে।

প্রতিষ্ঠানগুলোতে কথা বলে জানা গেছে, সানিডেল ও লন্ডন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পুরোদমে ক্লাস শুরু হয়েছে। সবার আগে খোলায় এখন শিক্ষার্থীরাও আসতে শুরু করেছে। খুলেছে ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকা ও মাস্টারমাইন্ড স্কুল। দীর্ঘদিন পর প্রতিষ্ঠান চালু হওয়ায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের অভিভাবকরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন। তবে প্রতিটি স্কুলেই আগের তুলনায় নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। নতুন গেট তৈরি করেছে বেশকিছু প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের আইডি কার্ড ও ব্যাগ তল্লাশি করে স্কুলে ঢোকানো হয়।

এদিকে আগামী ১৬ আগস্ট খুলবে স্কলাসটিকা, সানবিম ও গ্রীন হেরাল্ড স্কুল। ইতোমধ্যেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিষয়টি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। স্কলাসটিকা স্কুলের যোগাযোগ সমন্বয়কারী জিয়া হাসান বলেছেন, আগামী ১৬ আগস্ট আমাদের স্কুল খোলার সম্ভাব্য তারিখ ঠিক করা হয়েছে। স্কুল বন্ধ রাখার এ সময়ে আমাদের কিছু নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিছু নতুন ইনিশিয়েটিভ নেয়ার দরকার ছিল। তবে তিনি জানান, ১৬ আগস্ট খুললেও ওই দিনই ক্লাস হবে না। ১৬ থেকে চার দিন হবে শিক্ষার্থীদের অরিয়েন্টেশন। এরপর ক্লাস শুরু হবে বলে জানিয়েছেন জিয়া হাসান।

১৬ থেকে ২০ আগস্ট পর্যায়ক্রমে সব শ্রেণীর জন্য এ ওরিয়েন্টেশন হবে। এ ওরিয়েন্টেশনে অভিভাবকরা কোন প্রকার ব্যাগ নিয়ে ঢুকতে পারবেন না। এছাড়া অভিভাবকদের সিকিউরিটি কার্ড ঝুলিয়ে ও শিক্ষার্থীদের ইউনিফর্ম পরে আসতে হবে। এছাড়া নিরাপত্তাসংক্রান্ত বেশকিছু বিষয়ে ওই দিন আলোচনা হবে। গত জুনের শুরুতেই গ্রীষ্মকালীন ও ঈদের ছুটির জন্য বন্ধ হয়ে যায় স্কলাসটিকা স্কুলের পাঁচটি শাখা। ২৪ জুলাই তাদের স্কুল খোলার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ অভিভাবকদের জানিয়ে দেয়া হয় অনিবার্য কারণে স্কুল বন্ধ থাকবে। এ অবস্থার মধ্যে আগামী ১৬ আগস্ট স্কুলটি খোলার কথা জানাল কর্তৃপক্ষ।

মাস্টারমাইন্ড স্কুলও গত ২৪ জুলাই খোলার কথা ছিল। কিন্তু তা পিছিয়ে ৩১ জুলাই করা হয়। পরে তা পরিবর্তন করে ৮ আগস্ট নির্ধারণ করা হয়। সানিডেল স্কুল খোলার কথা ছিল গত ৩১ জুলাই। কিন্তু ওরিয়েন্টেশন শেষে জানিয়ে দেয়া হয় অভিভাবকদের উদ্বেগের কারণে আপাতত স্কুল বন্ধ থাকবে। পরবর্তীতে গেল সপ্তাহে স্কুলটি খোলা হয় এবং পুরোপুরিভাবে ক্লাস শুরু হয়েছে। লন্ডন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলও গত সপ্তাহ থেকে ক্লাস শুরু করেছে। নামীদামী স্কুলগুলোর মধ্যে খুলেছে ম্যাপললিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও ইউরোপিয়ান স্টান্ডার্ড স্কুলও। ধানমন্ডি ১১/এ নম্বরে অবস্থিত লন্ডন ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অভিভাবক আলবার্ট পিটার সরকার বলছিলেন, স্কুল খোলায় সন্তানকে নিয়ে দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। এ অভিভাবকও বলছিলেন, স্কুল বন্ধে সন্তানের পড়লেখার অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। তবে খোলার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদও দেন এই অভিভাবক।

বাংলাদেশ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, ১৬ আগস্ট থেকে প্রায় প্রতিটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলই আবার সচল হবে। তারা জানিয়েছেন, বেশির ভাগ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলই নিরাপত্তা জোরদার করেছে। এত দিন নিরাপত্তার যে ফাঁকফোকর ছিল তা পূরণ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসানো হয়েছে সিসি ক্যামেরা। নিরাপত্তা প্রহরীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

এদিকে শীঘ্রই ব্রিটিশ কাউন্সিল খুলবে বলে ব্রিটিশ হাইকমিশনার এ্যালিসন ব্লেক গত সপ্তাহে বললেও এখন পর্যন্ত খোলার বিষয়ে দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি নেই।